মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর

www.jessoreboard.gov.bd.

স্মারক নম্বর-বিঅ-৬/০১/৮৩/২৫৪

তারিখ: ২৯-০৭-২০২৬ খ্রি.

বিষয়: প্রাইম মিনিস্টার্স গোল্ডকাপ জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতা-২০২৬ এ অংশগ্রহণ প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে ও সংযুক্ত নীতিমালার আলোকে সারাদেশের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের ছেলে ও মেয়ে শিক্ষার্থীদের প্রাইম মিনিস্টার্স গোল্ডকাপ জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতা-২০২৬ এ অংশগ্রহণের লক্ষ্যে যশোর শিক্ষা বোর্ডের আওতাধীন স্কুল ও কলেজের ছেলে ও মেয়ে শিক্ষার্থীদের সমন্বয়ে ফুটবল টিম গঠন পূর্বক নমুনা অনুযায়ী দলের খেলোয়াড়দের (ছাত্র ও ছাত্রীদের) নামের তালিকা প্রতিষ্ঠান প্রধানের স্বাক্ষর ও সীলসহ আগামী ০৭-০৮-২০২৬ খ্রি. তারিখের মধ্যে অত্র বোর্ডের বিদ্যালয় পরিদর্শকের ই-মেইলে প্রেরণের জন্য আপনাকে নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

চেয়ারম্যান মহোদয়ের আদেশক্রমে

স্বাক্ষরিত
(মুঃ এনামুল কবীর)
বিদ্যালয় পরিদর্শক
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর
is@jessoreboard.gov.bd
মোবা: ০১৭৩৩-২২২০০৫

প্রধান শিক্ষক/অধ্যক্ষ
অত্র বোর্ডের আওতাধীন মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ

অনুলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে:

১। উপ-পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা, খুলনা অঞ্চল, খুলনা।
২। জেলা প্রশাসক, খুলনা/বাগেরহাট/সাতক্ষীরা/কুষ্টিয়া/চুয়াডাঙ্গা/মেহেরপুর/যশোর/ঝিনাইদহ/মাগুরা/নড়াইল।
৩। জেলা শিক্ষা অফিসার, খুলনা/বাগেরহাট/সাতক্ষীরা/কুষ্টিয়া/চুয়াডাঙ্গা/মেহেরপুর/যশোর/ঝিনাইদহ/ মাগুরা/নড়াইল।
৪। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, অত্র বোর্ডের আওতাধীন সকল উপজেলা।
৫। উপজেলা শিক্ষা অফিসার, অত্র বোর্ডের আওতাধীন সকল উপজেলা।
৬। চেয়ারম্যান মহোদয়ের একান্ত সচিব।
৭। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব।
৮। সংরক্ষণ নথি।

বিদ্যালয় পরিদর্শক
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড
যশোর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
www.shed.gov.bd

প্রাইম মিনিস্টার্স গোল্ডকাপ জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতা ২০২৬ সংক্রান্ত নীতিমালা

১। প্রতিযোগিতা নাম: প্রাইম মিনিস্টার্স গোল্ডকাপ জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতা-২০২৬

এ নীতিমালার আলোকে সারাদেশে মাধ্যমিক/সমমান ও উচ্চমাধ্যমিক/সমমান পর্যায়ের ছেলে ও মেয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য চারটি আলাদা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। প্রতিযোগিতাসমূহ নিম্নরূপ:

ক) মাধ্যমিক পর্যায় / সমমান (বালক)
খ) মাধ্যমিক পর্যায় / সমমান (বালিকা-ঐচ্ছিক)
গ) উচ্চমাধ্যমিক পর্যায় / সমমান (বালক)
ঘ) উচ্চমাধ্যমিক পর্যায় / সমমান (বালিকা-ঐচ্ছিক)

২। উদ্দেশ্য

ক) মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক / সমমান পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে খেলাধুলার প্রসার ঘটানো।
খ) মেধাবী ফুটবলার নির্বাচন করে জাতীয় পর্যায়ের খেলোয়াড় তৈরির সুযোগ সৃষ্টি করা।
গ) শিক্ষার্থীদের নেতৃত্ব, শৃঙ্খলা, সৌহার্দ্য ও দলগত মনোভাব গড়ে তোলা।
ঘ) স্কুল ও কলেজ / সমমান পর্যায়ে নিয়মিত ফুটবল চর্চার পরিবেশ সৃষ্টি করা।
ঙ) শিক্ষার্থীদের মাদক, সন্ত্রাস ও সামাজিক অবক্ষয় থেকে দূরে রেখে ইতিবাচক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করা।

৩। বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সার্বিক নির্দেশনায় মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে এবং মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডসমূহের সহযোগিতায় প্রতিযোগিতার সার্বিক কার্যক্রম বাস্তবায়িত হবে।

৪। প্রতিযোগিতার কাঠামো

প্রতিযোগিতা ৪টি স্তরে অনুষ্ঠিত হবে। যথা:

(ক) উপজেলা / থানা
(খ) জেলা
(গ) শিক্ষা অঞ্চল ও
(ঘ) জাতীয় পর্যায়

(ক) উপজেলা / থানা পর্যায়

i) মাধ্যমিক / সমমান পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় সংশ্লিষ্ট উপজেলা/থানার অন্তর্ভূক্ত ইউনিয়ন পরিষদ / পৌরসভা / ওয়ার্ড(সিটি কর্পোরেশন) এর সরকারি ও বেসরকারি মাধ্যমিক স্কুলসমূহ বা সমমান পর্যায়ের মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ অংশগ্রহণ করতে পারবে।

ii) উচ্চমাধ্যমিক / সমমান পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় সংশ্লিষ্ট উপজেলা/থানার অন্তর্ভূক্ত ইউনিয়ন পরিষদ / পৌরসভা / ওয়ার্ড (সিটি কর্পোরেশন) এর সরকারি ও বেসরকারি কলেজসমূহ বা সমমান পর্যায়ের মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ অংশগ্রহণ করতে পারবে।

iii) প্রতিযোগিতাটি প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে দেওয়ার নিমিত্তে এবং নিরাপত্তা, নিরপেক্ষতা ও যোগাযোগের সুবিধার্থে উপজেলা বা থানার অন্তর্ভুক্ত ৪/৫ টি ভেন্যুতে খেলা অনুষ্ঠিত হবে।

(খ) জেলা পর্যায়

উপজেলা / থানা পর্যায়ের চ্যাম্পিয়ন দল সংশ্লিষ্ট জেলা পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবে।

(গ) শিক্ষা অঞ্চল পর্যায়

i) জেলা পর্যায়ের চ্যাম্পিয়ন দল মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট শিক্ষা অঞ্চলের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবে।

ii) ঢাকা, খুলনা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, বরিশাল ও রংপুর শিক্ষা অঞ্চল থেকে একটি করে ৭টি দল এবং কুমিল্লা ও সিলেট শিক্ষা অঞ্চল থেকে ১টি দলসহ মোট ৮টি দল জাতীয় পর্যায়ের জন্য মনোনীত হবে।

iii) কুমিল্লা ও সিলেট শিক্ষা অঞ্চল থেকে ১টি দল বাছাই করার সুবিধার্থে এই দুটি অঞ্চলের অন্তর্ভূক্ত ৮টি জেলাকে নিয়ে সমন্বিতভাবে অঞ্চল পর্যায়ের প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হবে।

(ঘ) জাতীয় পর্যায়

জাতীয় পর্যায়ে মোট ৩২ টি (মাধ্যমিক পর্যায়ে বালক-বালিকা ৮ টি করে মোট ১৬ টি দল এবং কলেজ পর্যায়ের বালক-বালিকা ৮ টি করে মোট ১৬ টি দল) দল অংশগ্রহণ করবে। দলসমূহ হবে-

১. ঢাকা শিক্ষা অঞ্চল
২. খুলনা শিক্ষা অঞ্চল
৩. রাজশাহী শিক্ষা অঞ্চল
৪. রংপুর শিক্ষা অঞ্চল
৫. বরিশাল শিক্ষা অঞ্চল
৬. চট্টগ্রাম শিক্ষা অঞ্চল
৭. ময়মনসিংহ শিক্ষা অঞ্চল
৮. কুমিল্লা ও সিলেট শিক্ষা অঞ্চলের দল

৫। অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের যোগ্যতা

ক) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সকল নিবন্ধিত সরকারি ও বেসরকারি মাধ্যমিক স্কুল বা সমমান প্রতিষ্ঠান মাধ্যমিক পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় এবং নিবন্ধিত সরকারি ও বেসরকারি কলেজ বা সমমান প্রতিষ্ঠান উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের যোগ্য হবে।

খ) প্রতিটি প্রতিষ্ঠানকে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করতে হবে।

গ) কোনো প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন বা একাডেমিক কার্যক্রম স্থগিত থাকলে অথবা সরকার কর্তৃক পরিচালনায় বিধিনিষেধ আরোপিত থাকলে সে প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করতে পারবে না।

ঘ) একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে ১টি দল প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে। তবে স্কুল এন্ড কলেজ এর ক্ষেত্রে মাধ্যমিক পর্যায়ে ১টি এবং উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ১টি দল গঠন করতে পারবে। কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কো-এডুকেশন থাকলে একটি বালক দল এবং একটি বালিকা দল গঠন করা যাবে।

৬। খেলোয়াড়ের যোগ্যতা

ক) খেলোয়াড়কে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিয়মিত শিক্ষার্থী হতে হবে।

খ) খেলোয়াড়কে প্রতিযোগিতার নিবন্ধন শেষ হওয়ার পূর্বে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি থাকতে হবে।

গ) একজন শিক্ষার্থী একই প্রতিযোগিতায় একাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে অংশগ্রহণ করতে পারবে না।

ঘ) অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের হয়ে/অবৈধ খেলোয়াড় অংশগ্রহণের তথ্য প্রমাণিত হলে সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থী, শারীরিক শিক্ষা/শরীরচর্চার শিক্ষক ও প্রতিষ্ঠান প্রধানের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

ঙ) একজন খেলোয়াড় একবার নিবন্ধিত হওয়ার পর প্রতিযোগিতা চলাকালে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিবর্তন করতে পারবে না।

৭। প্রতিযোগিতা পরিচালনা কমিটি

ক)প্রতিযোগিতার খেলাসমূহ সুষ্ঠুভাবে আয়োজন ও পরিচালনার জন্য উপজেলা, জেলা, শিক্ষা অঞ্চল এবং জাতীয় পর্যায়ে কমিটি গঠনের মাধ্যমে খেলা পরিচালিত হবে।

খ) মহানগর থানার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জেলা কমিটি মহানগর থানা কমিটি গঠন করতে পারবে।

গ) উপজেলা/থানার অন্তর্ভূক্ত ভেনুতে অনুষ্ঠিত খেলাসমূহ সংশ্লিষ্ট উপজেলা / থানা কমিটি পরিচালনা করবে।

ঘ) উপজেলা / থানা কমিটি প্রয়োজনে ভেনুতে অনুষ্ঠিত খেলাসমূহ পরিচালনার জন্য ভেনু কমিটি গঠন করতে পারবে।

ঙ) উপজেলা / থানা কমিটি ভেনু এবং কোন দল কোন ভেনুতে খেলবে তা নির্ধারণ করবে।

৮। খেলার নিয়ম কানুন

ক) এ প্রতিযোগিতার সকল খেলা নকআউট পদ্ধতিতে পরিচালিত হবে।

খ) খেলার সময় ৯০ মিনিট।

গ) সময় ও পরিস্থিতি বিবেচনাপূর্বক কমিটি ও রেফারির মতামতের ভিত্তিতে খেলা পরিচালনার সময় পরিবর্তন করা যেতে পারে।

ঘ) নির্ধারিত সময়ে যদি খেলা অমিমাংসীত থাকে তাহলে সরাসরি টাইব্রেকার এর মাধ্যমে ফলাফল নির্ধারিত হবে।

ঙ) খেলা চলাকালীন সময়ে মাঠে রেফারির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

চ) প্রতিযোগিতা পরিচালনায় এ নীতিমালার আওতায় সমাধানযোগ্য নয় এমন কোন সমস্যার উদ্ভব হলে সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট পর্যায়ের ক্রীড়া পরিচালনা কমিটির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

৯। দল গঠন

ক) মাধ্যমিক পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় মাধ্যমিক বিদ্যালয় (৬ষ্ঠ থেকে ১০ম শ্রেণি) বা সমমান পর্যায়ে অধ্যয়নরত মাদ্রাসা ও কারিগরি প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের মধ্যে থেকে ১৬জন খেলোয়াড় ও প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মনোনীত ০২ জন শিক্ষক/কর্মকর্তা (ম্যানেজার ও প্রশিক্ষক) নিয়ে মোট ১৮ (আঠার) জনের দল গঠিত হবে। বালিকাদের নিয়ে গঠিত দলে আবশ্যিকভাবে একজন নারী শিক্ষক রাখতে হবে।

খ) উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় উচ্চমাধ্যমিক (একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণি) বা সমমান পর্যায়ে অধ্যয়নরত মাদ্রাসা ও কারিগরি প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের মধ্যে থেকে ১৬ জন খেলোয়াড় ও প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মনোনীত ০২ জন শিক্ষক/কর্মকর্তা (ম্যানেজার ও প্রশিক্ষক) নিয়ে মোট ১৮ জনের দল গঠিত হবে। বালিকাদের নিয়ে গঠিত দলে আবশ্যিকভাবে নারী শিক্ষক রাখতে হবে।

গ) মাধ্যমিক পর্যায়ের খেলোয়াড়দের বয়স হবে সর্বোচ্চ ১৭ (সতের) এবং উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের খেলোয়াড়দের বয়স হবে সর্বোচ্চ ১৯ (উনিশ) বছর।

ঘ) মাধ্যমিক/সমমান পর্যায়ে প্রতিযোগিতায় এস.এসসি/সমমান পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী পরীক্ষার্থীরাও অংশগ্রহণ করতে পারবে (তবে কলেজে ভর্তি হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত যে প্রতিষ্ঠানের হয়ে খেলবে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত ঐ একই প্রতিষ্ঠানের খেলোয়াড় হয়েই খেলতে হবে)

ঙ) উচ্চমাধ্যমিক / সমমান পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় এইচএসসি / সমমান পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী পরীক্ষার্থীরাও অংশগ্রহণ করতে পারবে।

১০। খেলোয়াড়দের তালিকা

ক) প্রতিষ্ঠান প্রধান উপজেলা / থানা পর্যায়ের প্রতিযোগিতা কমিটির নিকট খেলোয়াড়দের তালিকা (২ কপি) প্রদান করবেন। প্রতিযোগিতার কোন পর্যায়েই প্রদানকৃত তালিকার বাইরে নতুন করে কোন খেলোয়াড় অন্তর্ভূক্তি বা প্রতিস্থাপন করা যাবে না।

খ) খেলা শুরুর পূর্বে প্রতিযোগিতা কমিটি রেফারীর নিকট খেলোয়াড়দের তালিকা (১ কপি) প্রদান করবে।

গ) উপজেলা/থানা পর্যায় থেকে যে দল জেলা পর্যায়ে যাবে সে দলের খেলোয়াড়দের ছবিসহ সকল বৈধ কাগজপত্র সংশিষ্ট উপজেলা/থানা কমিটির সদস্য সচিব প্রত্যয়ন করে প্রেরণ করবেন।

ঘ) জেলা পর্যায় থেকে যে দল অঞ্চল পর্যায়ে যাবে সে দলের খেলোয়াড়দের ছবিসহ সকল বৈধ কাগজপত্র সংশিষ্ট জেলা কমিটির সদস্য সচিব প্রত্যয়ন করে প্রেরণ করবেন।

ঙ) অঞ্চল পর্যায় থেকে যে দল জাতীয় পর্যায়ে যাবে সে দলের খেলোয়াড়দের ছবিসহ অন্যান্য কাগজপত্র সংশিষ্ট অঞ্চল কমিটির সদস্য সচিব প্রত্যয়ন করে প্রেরণ করবেন।

১১। খেলার জার্সি ও বুট

ক) যদি কোন দলের জার্সির রং বিপক্ষ দলের জার্সির রঙের সংগে প্রায় মিলে যায় যা রেফারীর খেলা পরিচালনায় সমস্যা হতে পারে, সে ক্ষেত্রে টসের মাধ্যমে জার্সি পরিবর্তন করা যাবে।

খ) গোলরক্ষকের পোশাক দলের অন্য খেলোয়াড়দের থেকে ভিন্ন হতে হবে।

গ) অংশগ্রহণকারী খেলোয়াড়গণকে আবশ্যিকভাবে জার্সি ও বুট ব্যবহার করতে হবে।

১২। খেলোয়াড় বদল

প্রতিটি খেলায় তালিকাভুক্ত খেলোয়াড় হতে রেফারীর অনুমতি সাপেক্ষে ৫ (পাঁচ) জন খেলোয়াড় পরিবর্তন করা যাবে।

১৩। রেফারি

ক) উপজেলা/থানা, জেলা, অঞ্চল ও জাতীয় পর্যায়ের খেলাসমূহ পরিচালনার জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিযোগিতা কমিটি নিরপেক্ষ রেফারি নিয়োগ করবে।

খ) উপজেলা/থানা, জেলা, অঞ্চল ও জাতীয় পর্যায়ে নিয়োজিত রেফারিদের সম্মানী সংশ্লিষ্ট প্রতিযোগিতা কমিটি বহন করবে।

১৪। ফিকচার

ক) প্রতিযোগিতা কমিটি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রতিযোগিতার সময়সূচি/ফিকচার প্রণয়ন করবে।

খ) অংশগ্রহণকারী দলগুলোকে লটারির মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সংখ্যক গ্রুপে বিভক্ত করে ফিকচার তৈরি করতে হবে।

গ) গ্রুপে বিভক্ত করার জন্য অংশগ্রহণকারী দলের সংখ্যা বিজোড় সংখ্যক হলে ফিকচার করার সুবিধার্থে ডামি দল তৈরি করে লটারির মাধ্যমে গ্রুপ নির্ধারণ করতে হবে।

ঘ) নির্ধারিত সময়সূচি/ফিকচার অনুযায়ী খেলা অনুষ্ঠিত হবে। তবে প্রতিযোগিতা কমিটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ কিংবা বিশেষ কারণে খেলার তারিখ ও সময় পরিবর্তন করতে পারবে।

১৫। খেলার ভেন্যু, তারিখ ও সময়

ক)খেলার ভেন্যু (মাঠ), তারিখ ও সময় সংশ্লিষ্ট পর্যায়ের প্রতিযোগিতা কমিটি নির্ধারণ করবে। খেলার ভেন্যু নির্ধারনের ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে হবে।

খ) প্রতিটি পর্যায়ের খেলা প্রতিযোগিতা পরিচালনা মূল কমিটি কর্তৃক প্রেরিত নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যেই শেষ করতে হবে।

১৬। অংশগ্রহণের ব্যর্থতা

ক) কোন দল খেলা শুরু হওয়ার নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মাঠে উপস্থিত না থাকলে রেফারি ১৫মিনিট অপেক্ষা করে উপস্থিত দলকে বিজয়ী ঘোষণা করবেন।

খ) কোন দল নির্ধারিত তারিখ ও সময়ে ইচ্ছাকৃতভাবে খেলায় অংশগ্রহণ না করলে উক্ত দলের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান প্রধান দায়ী থাকবেন।

১৭। মেডিকেল টিম

প্রত্যেক পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট প্রতিযোগিতা কমিটি চিকিৎসক ও ফিজিওথেরাপিস্ট এর সমন্বয়ে একটি মেডিকেল টিম গঠন করবে। মেডিকেল টিম খেলোয়াড়দের প্রাথমিক চিকিৎসার যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

১৮। শৃঙ্খলা ও আপীল উপ-কমিটি

উপজেলা/থানা, জেলা, শিক্ষা অঞ্চল ও জাতীয় পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট প্রতিযোগিতা কমিটি একটি শৃংখলা ও আপীল উপ-কমিটি গঠন করবে। শৃংখলা ও আপীল উপ-কমিটি খেলোয়াড় বা দলের আচরণ পর্যবেক্ষণ করবে এবং যদি কোন অপরাধ সংগঠিত হয় তবে সংগঠিত অপরাধের বিষয়ে নীতিমালার অনুচ্ছেদ ২৪ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

১৯। অভিযোগ/ আপত্তি

খেলা প্রসঙ্গে অভিযোগ/আপত্তি থাকলে খেলা শেষ হওয়ার ১ (এক) ঘন্টার মধ্যে =২,০০০/- (দুই হাজার) টাকা বঅফেরতযোগ্য ফিসহ প্রতিযোগিতার সংশ্লিষ্ট পর্যায়ের শৃংখলা ও আপীল উপ-কমিটির সভাপতি অথবা সদস্য-সচিব বরাবরে লিখিত অভিযোগ/আপত্তি দাখিল করতে হবে। এক্ষেত্রে শৃংখলা ও আপীল উপকমিটি সিদ্ধান্ত নিবে।

২০। আপীল

শৃংখলা উপ-কমিটির সিদ্ধান্তের বিষয়ে কোন আপত্তি/আপীল থাকলে লিখিতভাবে সংশ্লিষ্ট প্রতিযোগিতা কমিটির কাছে খেলা শেষ হওয়ার ৩ ঘন্টার মধ্যে দাখিল করতে হবে। প্রতিযোগিতা কমিটি দ্রুত/সংশ্লিষ্ট দলের পরবর্তী ম্যাচের পূর্বেই আপত্তি/আপীল বিষয়ে সিদ্ধান্ত দিবে। এ বিষয়ে প্রতিযোগিতা কমিটির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

২১। পাতানো খেলা

কোন দল পাতানো খেলায় অংশগ্রহণ করলে এবং তা শৃংখলা ও আপীল উপ-কমিটি কর্তৃক সনাক্ত হলে প্রতিযোগিতা পরিচালনা কমিটি ঐ দল/দলসমূহকে ২ (দুই) বছরের জন্য এ টুর্নামেন্টের সকল খেলা থেকে বহিস্কার করতে পারবে।

২২। পুরস্কার

(ক) জাতীয় পর্যায়ে চূড়ান্ত খেলায় চ্যাম্পিয়ন ও রানার আপ দলকে ট্রফি ও নগদ আর্থিক পুরস্কার প্রদান করা হবে।

(খ) বিভিন্ন পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট প্রতিযোগিতা কমিটি প্রতিটি পর্যায়ে চ্যাম্পিয়ন ও রানার আপ দলকে ট্রফি/ক্রেস্ট, মেডেল প্রদান করবে।

(গ) জাতীয় পর্যায়ে চ্যাম্পিয়ন ও রানার আপ দলের সকল খেলোয়াড়কে মেডেল ও সার্টিফিকেট দেয়া হবে।

(ঘ) শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়, বেস্ট গোলকিপার এবং সর্বোচ্চ গোলদাতাকেও পুরস্কৃত করা হবে।

২৩। খেলা স্থগিত/পরিত্যক্ত

ক) প্রাকৃতিক দুর্যোগ/প্রতিকূল আবহাওয়া/অতিবৃষ্টি/দুর্ঘটনা ইত্যাদি কারণে খেলা না হলে রেফারী ৩০ মিনিট পর্যন্ত সাময়িকভাবে খেলা বন্ধ রাখতে পারবেন। এর পরও যদি খেলা পরিচালনা করা সম্ভব না হয় তবে রেফারী টসের মাধ্যমে বিজয়ী দল নির্ধারণ করবেন।

খ) যদি কোন দল নির্ধারিত খেলায় অংশগ্রহণে বিরত থাকে তাহলে সে দল প্রতিযোগিতা হতে সরাসরি বাতিল হয়ে যাবে। এরূপ ক্ষেত্রে প্রতিপক্ষ দলকে বিজয়ী ঘোষণা করা হবে।

গ) যদি কোন দল পূর্ণ সময় পর্যন্ত খেলতে অসম্মতি জ্ঞাপন করে এবং খেলা শেষ হওয়ার পূর্বে খেলার মাঠ পরিত্যাগ করে অথবা মাঠে অবস্থান করে রেফারীর আদেশ অমান্য করে, খেলায় অংশগ্রহণ করা হতে বিরত থাকে বা খেলা পরিচালনার ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করে তাহলে সে দলকে প্রতিযোগিতা হতে বহিষ্কার করা হবে। পাশাপাশি অপর দলকে বিজয়ী ঘোষনা করা হবে।

২৪। শৃংখলা সম্পর্কীয় অপরাধ ও শাস্তি

নিম্নলিখিত অপরাধের জন্য শৃংখলা উপকমিটি কর্তৃক খেলোয়াড়/দলকে নিম্নরূপ শাস্তি প্রদান করা যাবে:

ক্রমিক	অপরাধ	শাস্তি
i	কোন খেলায় যদি কোন খেলোয়াড়কে রেফারি কর্তৃক লাল কার্ড প্রদর্শিত হয় বা কোন খেলায় দ্বিতীয় বার হলুদ কার্ড প্রদর্শিত হয়।	খেলোয়াড় ঐ খেলা থেকে বহিষ্কৃত হবে এবং পরবর্তী এক ম্যাচে অংশগ্রহণ করতে পারবে না। প্রতিযোগিতা কমিটি অপরাধের গুরুত্ব বিবেচনা করে তাকে আরও অধিক খেলায় অংশগ্রহণ হতে বিরত রাখতে পারবে।

ক্রমিক	অপরাধ	শাস্তি
ii	কোন খেলোয়াড় মাঠের ভিতরে বা বাইরে খেলার পূর্বে, খেলা চলাকালীন সময়ে বা খেলার পরে যদি রেফারিকে বা সহকারী রেফারীকে শারীরিকভাবে লাঞ্চিত বা আঘাত করে।	খেলোয়াড়কে প্রতিযোগিতা হতে বহিষ্কার করা হবে।
iii	মাঠে কোন খেলোয়াড় প্রতিপক্ষের কোন খেলোয়াড়কে খেলা চলাকালীন বা খেলার পরে যদি শারীরিকভাবে আঘাত করে।	খেলোয়াড় পরবর্তী দুই খেলায় অংশগ্রহণ হতে বিরত থাকবে।
iv	কোন খেলোয়াড় মাঠে অথবা মাঠের বাইরে কর্মকর্তার সাথে অশোভন আচরণ করে অথবা অভদ্র/অশালীন ভাষা ব্যবহার করে।	খেলোয়াড় পরবর্তী দুই খেলায় অংশগ্রহণ হতে বিরত থাকবে।
v	কোন খেলোয়াড় যে কোন অপরাধের জন্য খেলা হতে বিরত থাকার শাস্তি ভোগের পর একই অপরাধের পূনারাবৃত্তি করলে।	খেলোয়াড় প্রতিযোগিতার খেলাসমূহে অংশগ্রহণ হতে বিরত থাকবে।
vi	কোন দলের কর্মকর্তা বা সমথর্ক একক বা সম্মিলিতভাবে ফলাফল অনুকূলে নেয়ার ব্যাপারে শক্তি প্রয়োগ করে অথবা খেলার শৃংখলা ভঙ্গ করে।	শৃংখলা উপ-কমিটি যে কোন কঠোর শাস্তিমূলক (দল বহিষ্কার/আর্থিক জরিমানা/উভয়) ব্যবস্থা নিতে পারবে।

২৫। প্রতিযোগিতা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য প্রয়োজনবোধে মন্ত্রণালয় এ নীতিমালা সংশোধন,পরিবর্তন, পরিবর্ধন, পরিমার্জন ও ব্যাখ্যা করতে পারবে।

২৩।৭।০৫

(আবদুল খালেক)
সচিব
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়

প্রাইম মিনিস্টার্স গোল্ডকাপ জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতা – ২০২৬

শিক্ষার্থী খেলোয়াড় নিবন্ধন ফর্ম

১। প্রতিষ্ঠানের নাম:..... ২। প্রতিষ্ঠানের EIIN নম্বর: .....

৩। প্রতিষ্ঠান প্রধানের নাম:.....৪। মোবাইল নং:.....

৫। উপজেলার/থানার নাম:.....

৬। জেলার নাম:.....

৭। শিক্ষা অঞ্চলের নাম:.....

৮। খেলোয়াড়দের তালিকা

ক্রমিক নং	শিক্ষার্থীর নাম	শ্রেণি	শাখা	রোল নং	শিক্ষার্থী/অভিভাবকের মোবাইল নং	স্বাক্ষর
০১						
০২						
০৩						
০৪						
০৫						
০৬						
০৭						
০৮						
০৯						
১০						
১১						
১২						
১৩						
১৪						
১৫						
১৬						

৯। দলের দায়িত্ব প্রাপ্ত ০২ জন শিক্ষকের তথ্য

ক্রমিক নং	নাম ও পদবী	মোবাইল নং	ই-মেইল নম্বর

১০।ঘোষণাপত্র

আমি/আমরা ঘোষণা করছি যে উপরের সকল তথ্য সঠিক এবং সত্য। প্রতিযোগিতার সকল নিয়মনীতি মেনে চলতে সম্মত আছি।

প্রতিষ্ঠান প্রধানের স্বাক্ষর ও সিল

বি.দ্র.: অবৈধ খেলোয়াড় সনাক্ত হলে প্রতিষ্ঠান প্রধান, সংশ্লিষ্ট শিক্ষক ও শারীরিক শিক্ষা / শরীরচর্চার শিক্ষক দায়ী থাকবেন।

নিম্নলিখিত ডকুমেন্টসমূহ আবেদনের সাথে আবশ্যিকভাবে সংযুক্ত করতে হবে

(১) জন্ম নিবন্ধন/এনআইডির কপি।

(২) সাম্প্রতিক পাসপোর্ট সাইজ ২ কপি রঙ্গিন ছবি (প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক সত্যায়িত)।

(৩) ৬ষ্ঠ শ্রেণির শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে eSIF এর অনুলিপি (প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক সত্যায়িত)।

(৪)সপ্তম/অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে ৬ষ্ঠ শ্রেণির রেজিস্ট্রেশন কার্ডের অনুলিপি ও eSIF এর অনুলিপি (প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক সত্যায়িত)।

(৫) ৯ম/দশম শ্রেণির শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে জেএসসি/ জেডিসি রেজিস্ট্রেশন কার্ডের (রঙ্গিন কপি) এবং ৯ম শ্রেণির eSIF এর অনুলিপি(রঙ্গিন কপি) সত্যায়িত কপি।

(৬) একাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে eSIF এর অনুলিপি(রঙ্গিন কপি) ও এসএসসি মার্কশীট (প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক সত্যায়িত)।

(৭) দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে eSIF এর অনুলিপি(রঙ্গিন কপি), উচ্চমাধ্যমিকের রেজিস্ট্রেশন কার্ডের অনুলিপি (রঙ্গিন কপি) ও এসএসসি মার্কশীট (প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক সত্যায়িত)

(৮) প্রত্যেকটি দলের একটি 8R(৮ আর) গ্রুপ ছবি জমা দিতে হবে (উপজেলা/থানা, জেলা ও আঞ্চলিক পর্যায়ে বিজয়ী দলের গ্রুপ ছবির পিছনে উপজেলা, জেলা ও আঞ্চলিক কমিটির সভাপতি ও সদস্য সচিবের স্বাক্ষর থাকতে হবে) ।

(৯) শিক্ষার্থীর স্কুল/কলেজ পরিবর্তন হলে টিসির সত্যায়িত কপি সংযুক্ত করতে হবে।

(১০) প্রতিষ্ঠান প্রধানের অগ্রায়ন পত্র।